আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

**বাবা মা ফাউন্ডেশন**

কোরআনের বর্ণনা মতে হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) হতে বিশ্বের সকল মানুষের জন্ম। তারা পৃথিবীতে আগমনের কয়েক হাজার বছর পর হযরত নূহ (আঃ) এর সময় আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট নৌকা তৈরী করে তার ইমান আনয়নকারী পরবিার র্বগ, অনুসারী সহ প্রতি জীবের এক জোড়া করে নিয়ে নৌকায় চড়েন, কারন এক মহাপ্লাবনে পৃথিবীর বাকী জীব জন্তু মারা যায়। বেঁচে যাওয়া চল্লিশ মতান্তরে একশ জন থেকে আজ পৃথিবীতে প্রায় আটশ কোটি মানুষের বসবাস করছে। এর মধ্যে ইব্রাহিম (আঃ) এর পর থেকে আজ প্রায় দুইশো কোটি মুসলিম । এতদরুপ আমাদের বাবা ও মা দুই জন থেকে আজ ৮৮ জন আল্লাহর দুনিয়াতে এসেছেন। ৫০ বছর পর এই ৮৮ জন থেকে ১০০০ জনে পরিনত হওয়া অস্বাভাবিক নয় ১০০ বছর পরে এই সংখ্যা ১০০০০ হওয়াটা স্বাভাবিক।

এমন এক সময় আসবে একই সংসার হয়েও পাশাপাশি বসে কথাবার্তা চালিয়ে যাবে অথচ আপন রক্তের হয়েও একজন অন্য জনকে চিনছেনা ।

আমাদের বাবা মরহুম জনাব সাহেব আলী শেখ ও মা মরহুমা জনাবা অজুফা খাতুন, তারা দুইজনই তাদের শৈশবেই পিতৃহারা এতিম হয়ে যান।

তাই আমাদের উত্তরশুরিদের একতাবদ্ধ যোগসূত্র তৈরীর একটি সহজ, সুন্দর, ও সকলের গ্রহনযোগ্য একটি বিধান তৈরীর জন্য আজকের এই আলোচনা সভার আয়োজন। আজকের সভায় সভাপতিত্ব করেন আমাদের বংশের বড় ভাই জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া, সভার আলোচনা ও সম্পাদন করেন আমাদের সেজো ভাই জনাব আব্দুল হালিম।

আমাদের এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিক্ষপ্তি ভাবে আলোচনা হয়েছে। আজকের আলোচনা সভায় উপস্থিত **:**

১। জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া সবার বড় ভাই

২। মিসেস ডরিন নুর (বড় ভাবি)

৩। জনাব আব্দুল হালিম শেখ সেজো ভাই

৪। আবদুর রাজ্জাক শেখ চতুর্থ ভাই

৫। আব্দুল করিম শেখ পঞ্চম ভাই

৬। আব্দুল জলিল শেখ ষষ্ঠ ভাই

সভার সূচনা বক্তব্যের জনাব আব্দু ল হালিম শেখ বলেন, আমাদের পরিবার তৈরীতে আমার জানা সংক্ষপ্তি তথ্য পরবর্তী সদস্যদের জনস্বার্থে /জ্ঞ্যতার্থে আমি স্মরন করতে চাই। এই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের বাবা ও মা দুই জনই পিতৃহারা এতিম ছিলেন তাই তারা আর্থিক ভাবে ও স্বচ্ছল ছিলেন না কিন্তু তাদের ছিল প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, সহনশীলতা ধর্মভীরুতা, একাগ্রতা, সন্তানদের প্রতি স্নেহাশিষ এবং দূরদর্শিতা এই সকল গুণগত নীতি গুলিকে সামনে রেখে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একই সাথে ব্যবসা ও কৃষি কাজে মনোনিবেশ করেন। আমাদের প্রান প্রিয় মা ছিলেন প্রচন্ড বুদ্ধিমতি, তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় নানী তার শেষ সম্বল নিয়ে মা ও বাবার সাদর আমন্ত্রনে মেয়ের সংসারে চলে আসেন। শুরু করেন মেয়ের সংসারে গঠনে কঠোর সংগ্রাম। আমরা সকল ভাইবোনই নানীর কাছে তার দেওয়া মাতৃস্নেহে বড় হয়েছি। সত্যি বলতে আমাদের বর্তমান অবস্থায় আসার পেছনে নানীর কঠোর পরিশ্রম ও দোয়া অনেক বেশী কাজ করেছে, তাই আজকের এই দিনে সকলে মিলে দোয়া করব আল্লাহ যেন আমাদরে বাবা-মা, নানা-নানি, দাদা-দাদী সহ সকল র্পূববর্তীদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।

ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন আমলে নানি মা ও বাবার আমলে এক শিক্ষা দীক্ষা হীন অবহেলিত এলাকায় জন্ম গ্রহন করায়, সংগত কারনে তাদের কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তাদের ছিল আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও দুরদর্শি জ্ঞান, তা দিয়েই সন্তানরা যেনো শিক্ষার দিকে ধাবিত হতে পারে, প্রয়োজনীয় সেই ব্যবস্থা নিতে কুন্ঠন বোধ করেন নাই। অতি কষ্ট ও নানাবিধ অসুবিধা থাকায় আমাদের লেখাপড়ার মাঝে মধ্যে বাধাগ্রস্থ হলেও বড় ভাই থেকে সর্ব কনিষ্ঠ বোনটি র্পযন্ত রিলে রেসের মতো একজন অন্যজনের হাত ধরায় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আজ আমরা এ পর্যায় আসতে পেরেছি। অর্থনৈতিক ভাবে বাবার হাত অত্যান্ত দুর্বল থাকলেও তার মনের মধ্যে ছিল বিশাল এক বাসনা, তাদের ৭ ছেলের জন্য ছোট বাড়ির পরিবর্তে এক বড় ও সুন্দর বাড়ী করে দেওয়ার জন্য । তার মনের আশা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা র্পূণ করেছেন ঠিকই আমাদের জন্য বিরাট এক বাড়ী করে দিয়ে পরবর্তী ছয় মাসের মাথায় আমাদের সকলকে পিতৃহারা এতিম করে আল্লাহর নিকট চলে যান। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন) আল্লাহ তাকে অবশ্যই বেহেশত দান করবেন। আমাদের বাবা খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। সেঝ ভাই আব্দুল হালিম শেখ, আরও বলেন যে, ভবিষ্য প্রজন্ম আরও বিশাল বড় হবে তখন যেন একে অপরকে চিনতে জানতে ও সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং শিকড়ের পরিচিতি পায়, সেই লক্ষে আমাদের একটি সংগঠন তৈরি করার প্রয়োজন । তাই আমরা পাঁচ ভাই ও বড় ভাবি একত্রিত ও একমত হয়ে আজকের এই ক্ষুদ্র আয়োজন করি যা শর্ত বর্ষ বৎসরে এই ফাউন্ডেশনের সদস্যগন আল্লাহ চাহেতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করবে। তখন একে অন্যকে চিনতে পারবে। তাই ফাউন্ডেশনের প্রথম থেকে সকল সদস্যের নাম ঠিকানা সহ একটি স্বতন্ত্র নাম্বার প্রয়োজন । সেই আলোকে নিচের একটি ছক পূরন করার বিধান রাখা যেতে পারে।

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ১। সদস্যের ক্রমিক নং |  |
| ২। সদস্য/ সদস্যার নাম |  |
| ৩। পিতার নাম |  |
| ৪। মাতার নাম |  |
| ৫। স্বামী / স্ত্রীর নাম |  |
| ৬। সদস্যের ধরন (জন্ম সূত্রে / বৈবাহিক সূত্রে) |  |
| ৭। জন্ম তারিখ |  |
| ৮। বিবাহের তারিখ |  |
| ৯। জন্ম স্থান / দেশের নাম |  |
| ১০। ফোন নাম্বার |  |
| ১১।জাতীয় পরিচয় পত্র / পাসর্পোট |  |
| ১২। শিক্ষাগত যোগ্যতা |  |
| ১৩। কর্মস্থল |  |
| ১৪। ঠিকানা |  |
| ১৫। মৃত্যুর তারিখ- |  |
| ১৬। মন্তব্য |  |

**সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :** মরহুম সাহেব আলী শেখ ও তার স্ত্রী মরহুমা অজুফা খাতুন, এদের ওরষ থেকে জন্মগ্রহন করা সন্তানগন থেকে আরম্ভ করে এই বংশের পরবর্তী জন্মসূত্রে সকল মানব/ মানবী এই ফাউন্ডেশনের সদস্য পদ লাভ করবে। বৈবাহিক সূত্রে আগত বর বা কনে বৈবাহিক সূত্রে সদস্য হতে পারবে। তাদের ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তানগন জন্ম সূত্রে সদস্য হবে। পর্যায়ক্রমে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। প্রত্যেক সদস্যদের জন্য আলাদা একটি নতুন নাম্বার থাকবে। নাম্বারটি গানিতিক হারে ব্যবহার করা হবে। কোন সদস্য মারা গেলে বা সদস্য পদ প্রত্যাহার করলে তার নাম্বারটি বন্ধ থাকবে। এই নাম্বারটি অন্য কোন সদস্য ব্যবহার করতে পারবে না। এই প্রক্রিয়া ব্যতিত বাহিরের কোন লোক এই ফাউন্ডেশনের সদস্য হতে পারবে না। অন্য কেউ ইচ্ছা করলে ডোনার হিসাবে ফাউন্ডেশনে ডোনেশন করতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে একটি ডোনার তালিকা করা যেতে পারে। জনাব আব্দুল হালিম শেখ ভাই আরও বলেন যে, আয়ের উৎস ফাউন্ডেশনের হেড অফিস পাঁচলদিয়া গ্রামের কাছাকাছি সরকারী কোন ব্যাংকে দুটি হিসাব খোলা হবে । (১) একটি উন্নয়নমূলক ফান্ড হিসাব (২) অপরটি যাকাত ফান্ড / সাহায্য/ দান হিসাব।

উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ফান্ডে অর্থ জমা দেওয়ার জন্য সদস্যদের উৎসাহিত করা যেতে পারে। যাকাত/ দান তহবিলে সদস্যগন নিজ নিজ উদ্যোগে পুণ্যের আশায় ইসলামকি বিধান অনুযায়ী যাকাত ফিতরা, মানত ও অনুদানের অর্থ জমা দিতে পারবে। উক্ত হিসাব দুটি পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা সাব কমিটি থাকবে। যা ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

**ব্যায় :** আয়ের উপর নির্ভর করে কমিটির সদস্যগন ব্যয় নির্ধারন করবেন এবং বৎসরে অন্তত একবার কমিটির আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারন সদস্যদের অবহিত করবেন। যাকাত ফান্ড থেকে গরীব অভ্যন্তরীয় স্বজন অসহায় সদস্য / প্রতিবেশী / সমাজ কল্যাণ মূলক এবং জ্ঞান পিপাসুদের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

উন্নয়ন/ ব্যবস্থাপনা ফান্ড হতে ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন, সংস্কার, সংরক্ষন, আপ্যায়ন ইত্যাদি কাজে সদস্যদের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হবে। উভয় হিসাবেই আয় ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে । এবং আয় ব্যয়ের লিখিত রেজিষ্টার থাকতে হবে।

জনাব আব্দুল হালিম সাহেব উপসংহারে বলেন, সময় উপযোগী ও উন্নয়নমূলক ভালো কিছু করার মর্মে প্রয়োজন হলে ফাউন্ডেশনের নীতিমালা পরিবর্তন পরিবর্ধন বা সংশোধন করা যাবে। ফাউন্ডেশনের আয় ব্যয় ও কার্যক্রম পরিচালনায় অসংগতি বা অন্য কোন কারনে মতানৈক্য দেখা দিলে সমস্যা সমাধানের জন্য ফাউন্ডেশনের সদস্য ছাড়া তৃতীয় কোন পক্ষরে শরণাপন্ন হওয়া যাবে না কারন সমস্যা আরো জটিল হতে পারে, এই জন্য ফাউন্ডেশনের বিজ্ঞ সদস্য দিয়ে উপদষ্টো কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

বাবা মা ফাউন্ডেশানে ভবিষতে যারাই আসবেন তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা যেন ইসলামের ছায়াতলে সঠিক ইমানের সহিত রাখেন, মহান আল্লাহর নিকট এই দোয়া করি এবং যারা আল্লাহর নিকট চলে গেছেন এবং যাবেন, আল্লাহ তাদের সকলকে জীবনের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে শান্তিতে রাখেন ও আল্লাহর দয়ায় বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন । আমিন ।